সম্পাদকীয় / Editorial

গ্রীষ্মের প্রখর দহনে প্রকৃতি যখন অবসন্ন, আতপ্ত বাতাস আম্রমুকুলের গন্ধে আমোদিত, কোকিলের কুহূতানে চতুর্দিক মুখরিত, তখন বাঙালীমাত্রেই প্রস্তুত হয় বর্ষবরণের মহোৎসবে।

শ্রীশ্রীমায়ের করুণাশ্রিত সন্তানবর্গের কাছে নববর্ষের দ্যোতনা দ্বিবিধ। এই দিনটিতে আমরা শপথ নিই আধ্যাত্মিকতার নবস্ফুরণের, ঈশ্বরমননের নবপ্রেরণার। সেই সাথে আমরা স্মরণ করি আধ্যাত্মিক জগতের সেইসব যুগপুরুষদের যাঁরা তাঁদের ভাগবত লীলার মাধ্যমে যুগে যুগে জনমানসকে করেছেন উদ্বুদ্ধ।

হিরণ্যগর্ভের এই নববার্ষিক প্রকাশনাটি আমরা নিবেদন করেছি প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের আরাধনায় যিনি শতবর্ষপূর্বে গ্রামবাংলার এক প্রত্যন্ত প্রান্তে তাঁর অভিনব ভাগবত লীলার মাধ্যমে সকলকে নিমজ্জিত করেছিলেন আধ্যাত্মিক প্রেমভাবনায়। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—পুরুষোত্তম প্রেমাবতার। সূর্যের ন্যায় ভাস্বর, চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ, পুণ্যসলিলা জলধারার ন্যায় নির্মল। কোন এক সঙ্গোপন মুহূর্তে তাঁর অন্তরঙ্গ লীলাসঙ্গীর নিকট আপন বাক্যে তিনি স্বীকার করেন যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার আধ্যাত্মিক মহামিলন একত্রে বাঙ্ময় হয়েছিল তাঁর ভাগবত লীলায়। তিনি বলতেন সকল জড় ও প্রাণজ বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয় অনাদি অসীম ফল্গুধারার ন্যায় আধ্যাত্মিক মানদণ্ডের এক স্রোতস্বিনী—উহাই 'ধর্ম'। মানুষের অন্তর্নিহিত পরমাত্মার সাথে একাত্মতাই চিরন্তন আনন্দের উৎস। তিনি বলতেন কলিযুগে বিশুদ্ধ হরিনামই মহাত্রাণের একমাত্র পাথেয়—মহাউদ্ধারণের একমাত্র পন্থা। "দীক্ষাগুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে"—এই ছিল তাঁর মহাজীবনের দর্শন।

আজ বাংলা নববর্ষের পুণ্যতিথিতে সেই 'হরিপুরুষ' মহাবতারের চরণে আমরা যুক্তকরে বিনম্র প্রর্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের ভববন্ধন মোচন করে আমাদের তাঁর কৃপাধন্য মানুষ করে তোলেন।

ওঁ তৎ সৎ

The scorching sun has turned on its blazing glare on the earth, the air is laden with the heady aroma of mango sprouts, cuckoos rent the air with their scintillating tills. It is this time of the year when we herald the auspicious advent of the Bengali New Year.

Every mortal heralds New Year with a vow. We, the devotees and disciples of Sree Sree Maa, embrace it with dual purpose. On one hand, we take a vow to lead the future year with more piety amongst us, more compassion to others and more devotion to the Almighty. Parallely, it is an occasion when we reminisce about the divine play ("leela") of a spiritual luminary and pay our humble homage to his/her lotus feet. With this purpose, we dedicate this issue of Hiranyagarbha to the haloed memory of Prabhu Jagatbandhu Sundar, the divine incarnate of Lord Krishna, who bestowed his unfathomable compassion on mankind from a sleepy hamlet in the then East Bengal. He was Jagadguru, the Supreme Godhead incarnate, the purushottam premabatar of Lord Sri Krishna Himself. Bright as the sun, refreshing as the moon, pure as a glittering rivulet, He was an incarnate of divine compassion ("prema") and joy. Once He revealed to his closest spiritual companions that he had come down on this earth to usher in the spiritual unification of the divine leelas of Lord Krishna and Shri Gouranga. He believed that true religion of the world is one and the only one, while the outward expressions are many. All living creatures and inanimate objects of this universe are bound together by an unbounded incessant flow of underlying spiritual "justice" that is Dharma. Identification of oneself with the intrinsic presence of the Supreme Lord is the source of all happiness. He laid great emphasis on Hari-naama as the only saviour from the worldly sins of Kali Yuga and as the means of Maha-Uddharan or Great Deliverance. Once He said "Dikshaguru mantra dey kane, Jagatguru mantra dey prane", meaning a spiritual guru utters sacred words into the ears of a disciple while the Universal guru or the Supreme Lord transforms the mind of mankind as a whole.

On this auspicious occasion of New Year, let all of us join our hands in reverence and pray to Prabhu Jagatbandhu, the divine Hari-Purush, to liberate us from the shackles of petty sins to make ourselves worthy of His compassion.